সমকাল

15 OCT 2016

পাঠ্যবইয়ের 'বোঝা কমানো'

যেন যোগ্য ব্যক্তিরা কাজটি করেন

শিশুরা স্কুলে চলেছে পিঠে বহন করতে কষ্ট হওয়ার মতো বইয়ের বোঝা নিয়ে। পরিবারের কাউকে স্কুলের দরজা পর্যন্ত ব্যাগ বহনে সাহায্য করতে হয়। শিশুদের শারীরিক সমস্যা পর্যন্ত হচ্ছে। কথাটা ওঠে, আলোচনা হয়, সমাধান হয় না। এতগুলো বই এবং খাতা কি সত্যিই প্রয়োজন? সব বিষয় ও পাঠ্যবই কি ছাত্রছাত্রীদের বয়স ও শ্রেণির সঙ্গে যথাযথ সামঞ্জস্যপূর্ণ? ওরা কি প্রতিদিনের পড়া তৈরি করে খেলাধুলা, খোলা বাতাসে দৌড়ঝাঁপ করার সময় পাচ্ছে? ওরা কি আনন্দের সঙ্গে পড়ছে, শিখছে? নাকি মুখস্থবিদ্যায় ভারাক্রান্ত হয়ে পরীক্ষায় তা ঢেলে দিয়ে এসে তাকেই শিক্ষা বলতে হচ্ছে? অনেক বছর এ বিষয়গুলো আলোচনা হলেও সমাধানের পথে আদৌ হাঁটা হয়নি। বছর বছর পরীক্ষা হচ্ছে, পাস করছে, জিপিএ ৫ পাওয়ারও খুব কমতি নেই। কেননা তার জন্য কোচিং সেন্টার, প্রাইভেট টিচার ও অর্থ-পুস্তকের বিরাট আয়োজন রয়েছে। কিন্তু শিক্ষার গুণগত মান ও শিশুর আনন্দের সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং অধিকাংশ ছাত্রের আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়ে যাচ্ছে, তা সমাজে অনুভূত হচ্ছে। যখন আলোচ্য বিষয় হিসেবে 'বইয়ের বোঝা' শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়, তখন ভীতির সঙ্গে প্রশ্ন জাগে, সত্যিই রবীন্দ্রনাথের তোতা পাখির মতো শিক্ষা দাঁড়াচ্ছে না তো আমাদের? অবশেষে বোঝা কমানোর বাস্তব উদ্যোগের কথা শোনা গেল। ২৬ জুলাই জেলা প্রশাসকদের সম্মেলনে কথাটা ওঠার পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় উদ্যোগ নিয়েছে এবং সমকালে প্রকাশিত তথ্য অনুসারে গত সপ্তাহে এক বৈঠকে চারটি কমিটি গঠিত হয়েছে। অপ্রয়োজনীয় বই বাদ দেওয়া, মৌলিক বিষয়গুলো বাদে অন্য বিষয়ের বই সমন্বিত করে সংখ্যা কমানো, বিষয়বস্তু যথাসম্ভব সহজ করে প্রাঞ্জল ভাষায় লেখার সিদ্ধান্ত হয়। আর মানসম্পন্ন প্রশ্নপত্র তৈরিতে শিক্ষকদের সাহায্য করার জন্য একটি প্রশ্নভাণ্ডার তৈরি করা হবে। ২০১৮ সালের শুরুতে নতুন বই দেওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। আমরা এই উদ্যোগকে প্রয়োজনীয় বলে স্বাগত জানাচ্ছি। শুধু বলতে চাই, যে লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে সে কাজগুলো করতে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনযোগ্য লোক। যোগ্য লোক দেশে আছে, আমলাতন্ত্র ও স্বার্থের বেড়াজাল ভেদ করে যোগ্য লোকেরা যাতে আসতে পারে, সেটা যেন মন্ত্রণালয় দেখে। আর তাড়াহুড়ো না করে কাজটি যথাযথ গুরুত্বে হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমরা এ কাজের সাফল্য কামনা করি।